ভোটে এগিয়ে শিক্ষার্থী জোট

নিজস্ব প্রতিবেদক ও ঢাবি প্রতিনিধি
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০ এএম

দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বহুল আলোচিত ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শীর্ষ পদগুলোতে বিপুল ভোট পেয়ে চমকে দিয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট। গতকাল মঙ্গলবার শেষ রাতে সর্বশেষ প্রাপ্ত ভোটে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ছাত্রশিবির নেতা আবু সাদিক কায়েম ওসাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে এসএম ফরহাদ বড় ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন। গতকাল দিনভর শান্তিপূর্ণ ভোট হলেও পরে ভোট গণনায় দীর্ঘ বিলম্ব এবং নানা গুঞ্জন-গুজব ও উত্তেজনার পর শেষ রাতের দিকে বিশ^বিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে ভোটের ফল প্রকাশ শুরু হয়। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী শিক্ষার্থী ঐক্যজোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম ভোট পেয়েছেন ৯ হাজার ৭৪২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান পান ৪ হাজার ৩৩৮ ভোট। জিএস পদে এস এম ফরহাদ পান ৬ হাজার ৪৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিরোধ পর্ষদের মেঘমল্লার বসু পান ৩ হাজার ৫৬৯ ভোট।

তবে নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে এই ফল প্রত্যাখ্যান করেছেন ছাত্রদলের ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। ফল ঘোষণার সময় রাত ২টা ২০ মিনিটে ফেসবুকে এক পোস্টে তিনি ফল প্রত্যাখ্যানের কথা জানান। এ ছাড়া বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা নির্বাচনে অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ করেন। অনেক প্রার্থী প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

এর আগে গতকাল সন্ধ্যার পর থেকেই ফল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে বাগবিত-া ঘটনা ঘটে। ক্যাম্পাসের প্রবেশপথগুলোতে দুপক্ষের লোকজন ভিড় করতে থাকেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানো হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আজ বুধবার বিশ^বিদ্যালয়ের সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়।

ছয় বছরেরও বেশি সময় পর দেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে লড়াই করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছাত্র নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস), বামপন্থি ৭টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিরোধ পর্ষদসহ ৯টি প্যানেলের প্রার্থীরা। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীও অংশ নেন।

শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ, শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস : গতকাল সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলোতে ছিল শিক্ষার্থীদের উপচেপড়া ভিড়। শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ভোট দিতে আসেন ভোটাররা। অনেক শিক্ষার্থীই জীবনে প্রথম ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়ে ছিলেন যারপরনাই উচ্ছ্বসিত। ভোট উৎসবকে কেন্দ্র করে নারী শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে হাতে মেহেদী দিয়েছেন, নতুন পোশাক পরে ভোট কেন্দ্রে হাজির হয়েছেন। ভোট দেওয়ার পর শিক্ষার্থীরা জানান, তারা আনন্দিত, উচ্ছ্বসিত।

সকাল পৌনে ৮টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রের সামনে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা যায়। ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্র, কার্জন হল কেন্দ্র, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, ইউল্যাব স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র, উদয়ন স্কুল অ্যান্ড

কলেজসহ ৮টি কেন্দ্রেই শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ভোটার রুবাইয়া বারী মোহনা জানান, তিনি জীবনে প্রথমবার ভোট দিয়েছেন। ভীষণ ভালো লাগছে তার।

ঢাবি প্রশাসন জানিয়েছে, ভোটকেন্দ্রগুলোতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কঠোর নজরদারি ছিল। সার্বিকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়। যদিও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের প্রতি অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা। এরই মধ্যে এক পোলিং অফিসারকে অনিয়মের অভিযোগে তাৎক্ষণিক অব্যাহতিও দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ডাকসু নির্বাচনে এবারই প্রথম হলগুলোর বাইরে ভোটকেন্দ্র বসানো হয়। ছাত্র-শিক্ষককেন্দ্রে (টিএসসি) বেগম রোকেয়া হলের ভোটাররা ভোট দিয়েছেন। এই কেন্দ্রে একজন ভোটারের ব্যালেট পেপারে দুই পদে টিক চিহ্ন দেওয়া ছিল বলে এক প্রার্থী অভিযোগ করেছেন। এই অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন সহকারী প্রক্টর একেএম নূর আলম সিদ্দিকী। তিনি বলেন, ওই ভোটারের অভিযোগ সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

কারচুপির অভিযোগ : নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আবু বাকের মজুমদার। ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্যানেল ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি পদপ্রার্থী সাদিক কায়েম একটি কেন্দ্রে সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে না দেওয়ার অভিযোগ জানান নির্বাচনী কর্মকর্তাদের।

এ ছাড়া ভিপি পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী উমামা ফাতেমা কেন্দ্রে প্রার্থীদের প্রবেশে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ভোট গ্রহণ শেষে গতকাল বিকালে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিনের নেতৃত্বে সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খানের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। এ সময় উপাচার্যের সঙ্গে সহ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষসহ ঢাবি প্রশাসনের সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদলের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে তিনটি অভিযোগ তোলা হয়। এগুলো হলো- বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি প্রবেশপথে জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি, প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিদের জামায়াত-সংশ্লিষ্টতা এবং নির্বাচনে কারচুপি।

ছাত্রদলের সভাপতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, বিকাল চারটার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশপথে জনসমাগমের তথ্য পেয়েছেন। পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বাড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন, কোথাও অনিয়মের অভিযোগ উঠলে আমরা দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছি। কারচুপির কোনো সুযোগ নেই।

গতকাল ভোটগ্রহণ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, আমরা যে নির্বাচন আশা করেছিলাম, তা হয়নি।

ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থীদের পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের মধ্যে ভিপিপ্রার্থী সাদিক কায়েমের ভোট গণনার কক্ষে অবস্থানের ছবি ভাইরাল হয়। ভোট গণনার প্রক্রিয়া শুরুর সময়ের এমন ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশের পর প্রার্থীদের অনেকে এর সমালোচনা করেছেন। এর প্রেক্ষিতে সাদিক কায়েম বলেন, এ নির্বাচন যারা বানচালের চেষ্টা করবে, শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের রুখে দেবে।

বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ মিলিয়ে একজন ভোটারকে ৪১টি ভোট দিতে হয়েছে। ডাকসুর ২৮ এবং হল সংসদের ১৩ পদে ভোট দিতে হয়েছে। প্রত্যেক ভোটার মোট ছয়টি ব্যালট পেপারে ভোট দিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের ৮টি কেন্দ্রের ৮১০টি বুথে বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ করা হয়।

ঢাবি প্রশাসন জানিয়েছে, নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। ৫ ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯ জন; ১৩ ছাত্র হলে ২০ হাজার ৯১৫ জন ভোটার। ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে প্রার্থী ছিলেন মোট ৪৭০ জন। প্রতিটি হল সংসদে ১৩টি করে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪টি। ১৮টি হলে এসব পদে ভোটের লড়াইয়ে

নামেন ১ হাজার ৩৫ জন প্রার্থী।

এক পোলিং অফিসারকে অব্যাহতি : ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন চলাকালে জিয়াউর রহমান নামে এক পোলিং অফিসারকে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

রিটার্নিং কর্মকর্তার ভুল, নিয়ম ভাঙেননি আবিদুল : শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রের ভোটকেন্দ্রে ছাত্রদল ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খানের প্রবেশের ঘটনায় নিয়ম ভাঙার অভিযোগ ওঠে। পরে দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা কাজী মোস্তাক গাউসুল হক জানান, আচরণবিধিতে বলা আছে- প্রার্থী ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না। তাই আবিদ নিয়ম ভাঙেননি।

স্বতন্ত্র এক ভিপিপ্রার্থী ভোট বর্জন : কারচুপির অভিযোগ এনে ডাকসু নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন তাহমিনা আক্তার নামে স্বতন্ত্র এক ভিপি পদপ্রার্থী। তিনি প্রশাসনকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের পক্ষে কাজ করার অভিযোগে ভোট বর্জন করেন।

আজ সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে : আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানান।

ফলাফলের জন্য সিনেট ভবনে ভিড় : ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে এই খবরে বিশ^বিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে বিপুলসংখ্যাক শিক্ষার্থীর ভিড় করেন।

প্রতিরোধ পর্ষদের অভিযোগ : নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে যুদ্ধংদেহী অবস্থা তৈরি করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রতিরোধ পর্ষদের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী তাসনিম আফরোজ ইমি। গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে মধুর ক্যান্টিনের সামনে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন। ডাকসু নির্বাচনপরবর্তী সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ইমি বলেন, নির্বাচনের আচরণবিধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে।

ভাগাভাগির নির্বাচন : আব্দুল কাদের : ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগির নির্বাচন হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আব্দুল কাদের। গতকাল রাতে টিএসসিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন।

ভোট গ্রহণযোগ্য : শিক্ষক নেটওয়ার্ক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকদের প্ল্যাটফর্ম শিক্ষক নেটওয়ার্ক বলেছে, ডাকসু নির্বাচনে কিছু ছোটখাটো অসঙ্গতি ও ব্যবস্থাপনাগত ভুলত্রুটি থাকলেও ভোট 'গ্রহণযোগ্য না', এমনটা মনে হয়নি। গতকাল সারাদিন ভোট পর্যবেক্ষণ করার পর সন্ধ্যায় সিনেট ভবনে এক ব্রিফিংয়ে এই পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন নেটওয়ার্কের সংগঠক ও বিশ^বিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা।

ক্যাম্পাস থমথমে, সতর্ক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী : সারাদিন শান্তিপূর্ণভাবে ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও ফল ঘোষণা ঘিরে সন্ধ্যার পর থেকে ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকে। একপর্যায়ে রাত আটটার দিকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপকমিশনার মাসুদ আলম বলেন, নির্বাচনের ফল ঘোষণা ঘিরে যে কোনো ধরনের অনাকাক্সিক্ষত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত আছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনা নিরসনে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে কথা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের তিন উপদেষ্টা। এ ছাড়া প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী এবং ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনারও কথা বলেন দুই দলের নেতাদের সঙ্গে। জানা গেছে, উত্তেজনা নিরসনে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী মো. খোদা বখস চৌধুরী এবং ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাদ আলী টেলিফোনে কথা বলেন দুই দলের নেতাদের সঙ্গে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ এর সত্যতা নিশ্চিত করেন।

ভোট গণনায় বিলম্বের কারণ : ডাকসু হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনায় বিলম্ব হওয়ার কারণ জানাতে গিয়ে উদয়ন স্কুল কেন্দ্রের কেন্দ্রপ্রধান অধ্যাপক এসএম শামীম রেজা রাত ১১টার পর সাংবাদিকদের বলেন, প্রথমে হল সংসদের ভোটের ব্যালটগুলো স্ক্যানিং (যাচাই-বাছাই) করা হয়। এর পর ডাকসুর ব্যালটগুলোর মধ্যে একটির স্ক্যানিং করা হয়েছে। স্ক্যানিং করতে রাত ১১টা বেজে যায়।

ডাকসু ভোট সাড়ে পাঁচ মাস পর হতে যাওয়া জাতীয় নির্বাচনের বিষয়েও ধারণা দেবে বলে মনে করছেন লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, এ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের প্যানেলও আছে। তাই এ নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়ে একটা ধারণাও উঠে আসবে যে, জাতীয় নির্বাচনে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থা কেমন। এসব বিষয় বিবেচনায় ডাকসু নির্বাচন আমাদের জাতীয় ভিন্ন কৌশলে জালিয়াতি করে তাদের প্রার্থীকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য প্রহসনের ভোটগ্রহণ হয়েছে।